তারিখ 14 MAY 2005

দৈনিক
জনকণ্ঠ

বেসরকারী শিক্ষকদের এমপিও বাতিল করে অর্থ সাশ্রয়!

শরিফুজ্জামান পিকু ॥ তিন উপায়ে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও (মাছলি পেমেন্ট অর্ডার) বাতিল করে অর্থ সাশ্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শূন্যভাগ শিক্ষার্থী, অপর্যাপ্ত শিক্ষার্থী এবং জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক- এই তিন ক্যাটাগরিতে এমপিও বাতিলের খবরে দেশজুড়ে এই পেশাজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলছেন, সরকার প্রায় দেড় লাখ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ করতে যাচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, সব মিলিয়ে এই সংখ্যা ৪০ হাজার হতে পারে।

দেশজুড়ে উৎকণ্ঠা

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ বলেছেন, নিয়ম অনুযায়ী সরকারী অর্থ সাশ্রয় করা হচ্ছে। এমপিও সংশোধন করতে গিয়ে গত মাসে প্রায় আড়াই কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

(৮-এর পাতায় দেখুন)

বেসরকারী শিক্ষকদের

(প্রথম পাতার পর)

এদিকে এমপিওভুক্তি বাতিল সম্পর্কে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে। ইতোমধ্যে শূন্য ভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী না থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোঁজার কাজ চলছে। খোদ শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, দেশের ৮৮৪ কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা অপ্রতুল। এর পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন তলিয়ে দেখছে নিয়ম বহির্ভূতভাবে এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরিদর্শন ও নীরিক্ষা অধিদফতর সারাদেশে ৩৬ হাজার কলেজ শিক্ষকের তালিকা ইতোমধ্যে তৈরি করেছে। এখন চলছে স্কুল ও মাদ্রাসায় অতিরিক্ত শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়নের কাজ।

বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলছেন, যে নিয়মে অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে তা সঠিক নয়। ঝোঁড়া অজুহাত তুলে শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করে অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা চলছে। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, সরকার মাছের তেল দিয়ে মাছ ভাজতে চাচ্ছে। শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে ব্যর্থ হয়ে বিদ্যমান বরাদ্দ কাটছাঁট করছে। ফলে শিক্ষকদের একদিকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে সৃষ্টি করা হচ্ছে বিভাজন। তিনি আরও বলেন, বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন শিক্ষকের বেতন বন্ধ করতে দেয়া হবে না।

বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, অতিরিক্ত শিক্ষক বলা হলেও আসলে তা সবার বেলা প্রযোজ্য নয়। তিনি বলেন, এমপিওভুক্তি বাতিলের আগে দেখা দরকার কিভাবে তাকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুমতি কে দিয়েছে এবং দুর্নীতির সঙ্গে শিক্ষার কোন্ কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ বলেন, জনবল কাঠামোর বাইরে কত শিক্ষক আছে তা চূড়ান্ত হয়নি। এদিকে অতিরিক্ত শিক্ষকের তালিকা প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শন ও নীরিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক প্রফেসর মইউদ্দিন আহমেদ বলেন, তালিকা প্রণয়ন চলছে, এটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনরকম সংখ্যা উল্লেখ করা ঠিক হবে না।